

ত্রিপুরা সরকার  
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

\*\*\*\*

স- ৫০৭(আগরতলা ১৯-০৫-২০১৭)

ধর্মনগর, ১৯ মে, ২০১৭

ধর্মনগরে রাজ্য ভিত্তিক মাতৃভাষা  
প্রণাম দিবস উদযাপিত

বরাকের ভাষা শহীদদের স্মরণে আজ ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্থ-শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্য ভিত্তিক মাতৃভাষা প্রণাম দিবস পালিত হয়। এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিবেকানন্দ সার্থ-শতবার্ষিকী প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে অনুষ্ঠান স্থলে এসে শেষ হয়। এতে ধর্মনগর পুর পরিষদের সদস্য- সদস্যগণ, কবি- সাহিত্যিক, শিল্পী ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন।

মূল অনুষ্ঠানে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপতি প্রতিমা দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা টি কে চৌধুরী, রাজ্য ও বহিরাঙ্গের কবি সাহিত্যিকগণ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদ ও ধর্মনগর পুর পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত রাজ্য ভিত্তিক মাতৃভাষা প্রণাম দিবসের মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপতি প্রতিমা দাস।

অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী বিজিতা নাথ বলেন, প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীকেই নিজেদের মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। নানা ভাবে ভাষা আক্রান্ত হচ্ছে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে রক্ষায় প্রয়াস জারী রয়েছে। যার যেমন ভাষা আছে তাকে যত্ন সহকারে লালন করতে হবে। যারা মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে আমাদেরকে ভূমিকা নিতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উদ্বোধক উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপতি প্রতিমা দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য, প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত, কলকাতার বিশিষ্ট কবি রঞ্জিত দাস, শিলচরের বিশিষ্ট কবি ড. সুবীর কর, করিমগঞ্জের বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিশীথ দাস, কবি হৃষিকেশ নাথ, অনুকুল সিনহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা টি কে চৌধুরী। আজকের এই অনুষ্ঠানে কবি অনুকুল সিনহাকে ভাষা সন্মান দেয়া হয়।

মাতৃভাষা প্রণাম দিবসের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে উল্লিখিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা, আসাম ও কোলকাতার কবিদের নিয়ে বহু ভাষিক কবি সম্মেলন। এতে ৪৫ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগীত বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থার বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। মাতৃভাষা প্রণাম দিবসের মূল অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে কদমতলা রকের ফুলবাড়ী লোকরঞ্জন শাখা ও ব্রজেন্দ্রনগর লোকরঞ্জন শাখার সম্পাদক ও সদস্যদের হাতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র তুলে দেয়া হয়।

\*\*\*\*